প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

খোশ আমদেদ মাহে রমজান।

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত আজকের এ প্রেসব্রিফিংয়ে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। দুর্নীতি দমন কমিশনের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে ইহার তফসিলে উল্লেখিত অপরাধের অভিযোগ সমূহের অনুসন্ধান ও মামলার তদন্ত করে দোষীদের আইন আদালতে সোপর্দ করা। এক্ষেত্রে জানাচ্ছি যে আলোচ্য জুলাই'২০১১ মাসে কমিশনে ৬৫৬ টি বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের বিধিমালার আলোকে অভিযোগ যাচাই বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রাপ্ত অভিযোগ সমুহের তথ্য উপাত্ত বিবেচনা করে কমিশনে উপস্হাপন করলে ১২৯ টি অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেন। ৫২৭ টি অভিযোগ কমিশনের তফসিলভূক্ত/সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় নথিভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে জুন/২০১১ মাসে প্রাপ্ত ৬৭২ টি অভিযোগের মধ্যে ১২১ টি অভিযোগের অনুসন্ধান করা হচেছ।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

গত মাসে আমরা শেয়ার মার্কেটের দুর্নীতি/অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ অনুসন্ধানের বিষয়টি আপনাদের অবহিত করেছিলাম। কমিশন কর্তৃক গঠিত বিশেষ টীম তাদের প্রতিবেদন পেশ করেছেন। প্রতিবেদন অনুসারে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে শেয়ার কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকায় (১) জনাব আনোয়ারুল কবীর ভূইয়া, নির্বাহী পরিচালক, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং তার স্ত্রী মিসেস রুখসানা আকতার ও (২) ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর সাবেক কর্মকর্তা জনাব কফিল উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী বর্তমানে জি এম বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন ও তার স্ত্রী মিসেস ফারজানা আকতার এবং আত্মীয় জনাব মুনছুর বিল্লাহ এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

জুলাই ২০১১ মাসে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন, সম্পদের তথ্য গোপন, অর্থ আত্মসাত ও জাল জালিয়াতির অভিযোগে ৪২ টি মামলা দায়েরের অনুমোদন দিয়েছে কমিশন। এ সকল মামলা সরকারী-বেসরকারী চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, জনপ্রতিনিধিসহ মোট ৫১ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে ১৩ জন সরকারী চাকরিজীবী-তম্মধ্যে উল্লেখযোগ্য জনাব মুহাম্মদ আবুল কাশেম, প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী,জনস্বাস্হ্য প্রকৌশল বিভাগ, নওগাঁ, জনাব মোঃ আজিজুল হক, জনাব আবুল হোসেন শিকদার, জনাব মোঃ এরশাদ হোসেন, জনাব আবুল বশার প্রত্যেকে রেল বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী। ১৭ জন ব্যবসায়ীর মধ্যে রংপুর অঞ্চলের বিভিন্ন বিড়ি ফ্যাক্টরীর

মালিকগণ কর্তৃক ভূয়া পে অর্ডারে মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পোষ্ট অফিস ও ট্রেজারীর কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহায়তায় সরকারী রাজস্ব ১,১৩,১৯,৩০০/- টাকা আত্নসাতের অভিযোগে ১৭জন বিডি ফ্যাক্টরীর মালিক ও ৪ জন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। ১৬ জন বেসরকারী চাকরিজীবীর মধ্যে ফজলে হাসিব, প্রাক্তন ম্যানেজার, সিঙ্গার বাংলাদেশ লিঃ, মোঃ সালেহ উদ্দিন, ম্যানেজার, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, জনাব মিজানুর রহমান, সিনিয়র অফিসার ও জনাব মোহাম্মদ কামাল হোসেন, ব্যবস্থাপক, গ্রামীন ব্যাংক। ০২জন জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে জনাব সামসুদ্দিন সরদার, ইউপি সদস্য ও মিসেস জুলেখা জামান, ইউপি সদস্য ও ০২ অন্যান্য পেশার রয়েছেন।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

উল্লেখযোগ্য কয়েটি মামলার প্রধান অভিযুক্তদের নাম এবং অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করছি। অভিযুক্তদের মধ্যে দাখিলকৃত সম্পদের বিবরণীতে ২৪,০৮,৫২০/- টাকার সম্পদের তথ্য গোপন এবং ৪৫,১৮,৫২০/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর ম্যানেজার মোঃ সালেহ উদ্দিন, ক্ষমতার অপব্যবহার, নিয়ম ও বিধি বহির্ভূতভাবে ঠিকাদারকে ১০,৫৯,৯৮৯/- টাকা পরিশোধ করার অভিযোগে এল জি ই ডি, ঢাকার নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোমিনুর রহমান, সম্পদ বিবরণীতে ৬৭,৩৫,৯৯১/- টাকার সম্পদের তথ্য গোপন এবং জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে চট্টগ্রামের মিসেস আয়েশা হোসেন, ২৩,৩৫,২২৮/- টাকার সম্পদের তথ্য গোপন করায় কাষ্টম হাউজ চট্টগ্রাম এর রাজস্ব কর্মকর্তা জনাব মোঃ ছাদেকুর রহমান, ২০,৫২,৫৫৫/- টাকা সম্পদ অর্জনের মিথ্যা তথ্য প্রদান করার অভিযোগে ঢাকার আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজের সিনিয়র শিক্ষক জনাব আবু ছালেহ মোঃ খুরশিদ আলম, সরকারী মালামাল ক্রয় করা সংক্রান্ত বিধি বিধান অনুসরণ না করে ভুয়া কাগজ পত্রের মাধ্যমে মালামাল ক্রয় করার অভিযোগে এন, এন, পি'র (ন্যাশনাল নিউট্রেশন প্রজেক্ট) সাবেক নির্বাহী পরিচালক কাজী মনোয়ারুল হকসহ মোট ৭জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমোদন দিয়েছে কমিশন।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

আলোচ্য জুলাই/২০১১ মাসে কমিশন ৫১ টি মামলার চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে। এসব মামলায় মোট ৯৩ জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে ৩৩ জন সরকারী চাকরিজীবী, ১৮জন বেসরকারী চাকরিজীবী, ৭জন ব্যবসায়ী, ৭জন জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্য পেশার লোক রয়েছেন ২৮ জন। উল্লেখযোগ্য মামলার প্রধান অভিযুক্তদের নাম ও অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করছি। সিটি কর্পোরেশনের মালামাল

আত্মসাতের অভিযোগে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র জনাব মোঃ আহসান হাবীব কামালসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে, পরস্পর যোগসাজসে ভূয়া কুলি/মুজুর নিয়োগ দেখিয়ে ৭৭,৫১,০৪৮/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বিটিটিবি'র সাবেক পরিচালক কাজী আব্বাস উদ্দিনসহ ০৪ জনের বিরুদ্ধে, ভূয়া কাগজপত্র দ্বারা জাল জালিয়াতির মাধ্যমে রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, কালীবাজার শাখা, নারায়নগঞ্জ হতে ১,৭৩,৩৪,৮৪৭/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মেসার্স এল আর ট্রেডার্স এর স্বত্তাধিকারী জনাব মাধব চন্দ্র ঘোষ, উক্ত ব্যাংকের তৎকালী ম্যানেজার জনাব বদর উদ্দিন, সিনিয়র অফিসার জনাব আব্দুল লতিফ, জুনিয়র অফিসার জনাব গোলাম কিবরিয়া, স্হাবর সম্পত্তির হস্তান্তর করের ৪,৫০,০০০/- টাকা আত্মসাতের অভিযোগে নারায়নগঞ্জ জেলার সিদ্দিরগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হাজী মোঃ নূর হোসেন, ব্যাংকিং নীতিমালা লংঘন করে ১,৫৫,৬০,৭৪৯/০৮ টাকা অতিরিক্ত ঋন প্রদান করার অভিযোগে ইউসিবিএল ব্যাংক নওয়াপাড়া বাজার শাখা যশোরের সাবেক ব্যবস্হাপক শেখ মোঃ মনিরুজ্জামানসহ ২জন, এস এস সি পাশের জাল মার্কশীট সৃজনের অভিযোগে ফেনী জেলার দাগনভূঞায়ার ছাত্র মোঃ দেলোয়ার হোসেন, প্রাপ্ত কাঁচামাল থেকে উৎপাদিত পন্য কম দেখিয়ে সাড়ে ৪ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে কৈলাশটিলা এলপিজি প্ল্যান্ট রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিঃ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট এর সাবেক উপ ব্যবস্হাপক জনাব জসিম উদ্দিন চৌধুরী, উপ ব্যবস্হাপক জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলামসহ ৬ জন। এ ছাড়া কমিশন ১৮ টি মামলার চুড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

আলোচ্য জুলাই'২০১১ মাসে জ্ঞাত আয়ে বহির্ভূত স্বনামে/বেনামে বিপুল পরিমান সম্পদের মালিক হয়েছেন এমন তথ্যের ভিত্তিতে ২১ জনকে সম্পদ বিবরণীর নোটিশ জারীর অনুমোদন দিয়েছে কমিশন এদের মধ্যে ১০ জন সরকারী চাকরিজীবী এবং অন্যান্য পেশার ১১জন।

কমিশনের পক্ষ থেকে আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল- ফিতরের অগ্রিম ঈদ মুবারক জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ

ফর্‌রুখ আহমেদ
মহাপরিচালক ও মুখপাত্র
দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।